পারমিতার মধুচন্দ্রিমা

জামিল হাসান সুজন

রোদেলা দুপুর অথবা মায়াবী রাত

[জীবনমুখী একটি ধারাবাহিক উপন্যাস]

প্রথম অধ্যায়

পারমিতার ঘুম ভাঙ্গলো খুব ভোরবেলা। সকালটা খুব সুন্দর। দূরাগত সমুদ্রের গর্জন, পাখিদের কলরব। হোটেলের এই চমৎকার কক্ষটির জানালা গলিয়ে নরম রোদ বিছানায় এসে পড়েছে। পাশে ইশতিয়াক নেই। কোথায় গেল? হয়তো বেরিয়ে পড়েছে সকালের তাজা হাওয়া খেতে। কিন্তু তাকে ডাকলো না কেন? হয়তো সে গভীরভাবে ঘুমিয়েছিল বলে বিরক্ত করেনি। মৃদু হাসি ফুটে উঠে ওর মুখে। একটা দস্যি ইশতিয়াক। গত রাতের সুখানুভূতিতে শরীর মন এখনও আচ্ছন্ন। আরও কিছু সময় ঝিম মেরে থাকে সে। সকালের সোনারোদ ওর ঘুম জড়ানো মুখের উপর পড়ে এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করে। দেওয়ালে একটা ছায়া পড়ে। অদ্ভুত সুন্দর একটি দৃশ্য।

সকালটা যতটা সুন্দর হয়ে উঠেছিল ঠিক ততটাই তেতো হয়ে উঠলো যখন দেখা গেল ইশতিয়াক হোটেলের লবীতে একটা মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। পারমিতাকে দেখে কাছে ডাকে ইশতিয়াক। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় পারমিতা। বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠে। কে এই মেয়ে? ইশতিয়াক বলে, 'দেখ কান্ড, এ হচ্ছে সোহেলী, আমরা কলেজে এক সাথে পড়তাম। ও নাকি গতকালই এ হোটেলে এসে উঠেছে।' সোহেলী মৃদু হেসে সম্ভাষণ জানায়, পারমিতা একটু হাসার চেষ্টা করে। ইশতিয়াক পরিচয় করিয়ে দেয়, ' আর সোহেলী এ হচ্ছে আমার বৌ।' সোহেলী কল কল কণ্ঠে বলে উঠে, ' ইশতিয়াক ভাই, ভাবীতো দারুন সুন্দরী!' ইশতিয়াক হাসে তারপর তাড়া দেয়, 'চলো চলো- সবাই মিলে নাস্তা করি।'

নাস্তার টেবিলে প্রাক্তন বন্ধুদ্বয় স্মৃতি রোমন্থনে আর আড্ডায় মেতে উঠে। পারমিতা বিষণ্ন বদনে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে । ওরা দুজন তার উপস্থিতি যেন লক্ষ্যই করছেনা। অভিমানে পারমিতার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সে উঠে দাঁড়ায়। ইশতিয়াক বলে,'কি হলো উঠলে যে?'
'রুমে যাচ্ছি'

'আচ্ছা তুমি যাও আমি একটু পরে আসছি।'

রুমে এসে শুয়ে পড়ে পারমিতা। সদ্য ওর বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর বেড়াতে এসেছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে। হানিমুন। জীবনে এই প্রথম সে কক্সবাজারে এল। অনেকবার বন্ধুবান্ধবদের সাথে আসার চেষ্টা করেছে কিন্তু বাবা মা কখনই তাকে অনুমতি দেয়নি। এই প্রথম। কি যে ভাল লাগছিল তার। কিন্তু সব আনন্দ যেন মাটি করে দিল ঐ মেয়েটা। সে কেন এত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠছে ভেবে পায়না। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, সামথিং ইজ রং।

দীর্সময় পর ইশতিয়াক এল। 'আরে শুয়ে আছো যে? ওঠো ওঠো সমুদ্রে যাবেনা - চলো চলো-।'

ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে ওঠে পারমিতা । জিজ্ঞেস করে,‘ আচ্ছা তোমার ঐ বান্ধবী কি একাই এখানে এসেছে?
’অ্যাঁ- হ্যাঁ- কে সোহেলী? হ্যাঁ একাইতো- আরে মেয়ে হলে হবে কি- ওর খুব সাহস। ও একা একাই চলা ফেরা করতে পছন্দ করে’
‘ওর বিয়ে হয়নি?’

‘বিয়ে- না না বিয়ে এখনো করেনি - আরে তাড়াতাড়ি রেডি হও’ ইশতিয়াক তাড়া দেয়।

সমুদ্রের কাছে এসে পারমিতার মনটা জুড়িয়ে গেল, কি বিশালতা, কি ব্যাপ্তি!উন্মুক্ত পাখির মত ওর মনটা যেন উড়ছে। কিন্তু কাঁটার মত বিঁধে রইলো - সোহেলী। সমুদ্র স্নান, হাসাহসি, দুষ্টামী সব সোহেলীর সাথে। মনে হচ্ছে ওর সাথেই হানিমুন করতে এসেছে ইশতিয়াক। খুব অবাক হয়ে গেল পারমিতা। তার জীবনের সামনের দিনগুলিতে কি আছে ভেবে পায়না। ইশতিয়াক বাবা মা’র পছন্দ করা ছেলে। সে বিয়েতে অমত করেনি। তার সাথে একটা ছেলের সম্পর্ক ছিল, ওর নাম তূর্য। এক সাথেই পড়তো ওরা। একটা সুন্দর বন্ধুত্ব ছিল ওদের দুজনের মধ্যে। পারমিতার বিয়ের কথা শুনে খুব কষ্ট পেয়েছে তূর্য। কিন্তু বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হবে। ওর পড়াশুনা শেষ হয়নি। কবে চাকরী পাবে ঠিক নাই। ততদিন কি তার জন্য অপেক্ষা করবে পারমিতা? ইশতিয়াক উপযুক্ত পাত্র। ইংল্যান্ডের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট। সেখানে নাকি তার বিজনেস আছে। দেখতে খুব সাধারণ, তূর্যের মত এত হ্যান্ডসাম নয়। তাতে কি, তূর্যের চেয়ে অনেক যোগ্য পাত্র সে। সব বাবা মাই লুফে নিতে চাইবে এমন পাত্রকে। পারমিতাও খুশি মনেই বিয়েতে রাজী হয়েছে।

কিন্তু এ কেমন ধারা লোক? ভেবেছিল বিদেশ ফেরতা লোক হবে স্মার্ট। কিন্তু তার বদলে কিছুটা গেঁয়ো আর স্থূল চরিত্রের বলেই তার মনে হয়। তবুও তাকে মেনে নিয়ে সুখের সংসার করা যেত কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়ে প্রীতি বড্ড বেশি। বিয়ের দিনেও এক গাদা মেয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, সবাই নাকি তার বন্ধু। আর বিদেশে যে কত বন্ধু আছে কে জানে!

সবই মেনে নেওয়া যেত কিন্তু হানিমুন করতে এসে এসব কি হচ্ছে? অন্য একটা মেয়ের সাথে ঢলাঢলি। পারমিতার মনটা ভার হয়ে রইলো। চোখটা জ্বালা করে উঠে।

পরদিন সে শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে সমুদ্রে গেলনা। তাতে যেন খুশিই হলো ইশতিয়াক। এবার বেলাল্লাপনা খুব ভালভাবে করা যাবে।

বাড়াবাড়ি বেশি রকমই হতে লাগলো। মাঝে মাঝে দীর্ঘ সময় সোহেলীর রুমেই কাটাতে লাগলো ইশতিয়াক। পারমিতা ক্ষোভে দুঃখে মুষড়ে পড়লো। এ লোকের সঙ্গে বাকী জীবনটা কাটাবে কিভাবে সে ভেবে পায়না।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ১ ফেব্রুয়ারী ২০০৮

লেখকের অন্যান্য লেখা ও কবিতাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন